যাকাত

সহিহ্‌ভাবে আদায় করুন

কোয়ান্টাম

quantummethod.org.bd

Quantum Method [Official]

zakat.
quantummethod.org.bd

অতএব (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং রসুলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা আল্লাহর করুণাসিক্ত হতে পারো। (২৪:৫৬)

যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্র, পরিশুদ্ধ বা বৃদ্ধি করা। নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে ৫২ তোলা রুপা বা সমমানের নগদ অর্থ এক চান্দ্র বছর জমা থাকলে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক মুসলমানের ওপর যাকাত ফরজ। আর যাকাতের অর্থ শরিয়তসম্মতভাবে আদায় না করলে পুরো সম্পদই মুমিনের জন্যে হারাম হয়ে যায়।

যাকাতের মূল লক্ষ্য সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচ্ছল এবং সামগ্রিক অর্থনীতিকে গতিময় করে তোলা। তাই যাকাতের অর্থ একত্র করে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়। এ কাজটিই করছে কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রম। যাকাতের অর্থে পরিচালিত সেবা কার্যক্রমগুলোর একাংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

রুপার বর্তমান বিক্রয়মূল্য হিসাবে এক চান্দ্র বছর **৫৫,০০০ টাকা (প্রয়োজন মেটার পর অতিরিক্ত) থাকলে তার ওপর যাকাত ফরজ।*

যাকাত তো শুধু (এক) দরিদ্র (ফুকারাহ), (দুই) অক্ষম (মাসাকিন), (তিন) যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মচারী, (চার) যাদের মন জয় করা প্রয়োজন, (পাঁচ) মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে, (ছয়) ঋণজর্জরিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্যে, (সাত) আল্লাহর পথে (জনকল্যাণমূলক কাজ, ধর্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে) এবং (আট) মুসাফিরদের জন্যে ব্যয় করা যাবে। (যাকাতের অর্থ ব্যয়ে) এটাই আল্লাহর বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৯:৬০)

ফুকারাহ ও মাসাকিন বলতে অক্ষম, বিকলাঙ্গ, পঙ্গু, এতিম, বিধবা, দুস্থ নারী ও প্রবীণ, কারাবন্দি ও তার পরিবার, বেকার, গৃহহীন মানুষ, অর্থাভাবে বিয়ে করতে অক্ষম নারী-পুরুষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার, ওষুধপথ্য ও জরুরি চিকিৎসা করার সামর্থ্য নেই এমন মানুষ।

ঢাকার মিরপুর, চট্টগ্রাম, বগুড়া ও বান্দরবানের সামর্থ্যহীন প্রসূতির জন্যে পরিচালিত হচ্ছে

মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম

এ কার্যক্রমে চিকিৎসা ও পুষ্টি সহায়তা পেয়ে

৪৪,৮৯১ জন

দুস্থ প্রসূতি সুস্থ সন্তান জন্ম দিয়েছেন

চট্টগ্রামের ঝাউতলা বস্তিতে থাকেন রেজওয়ানা আক্তার। স্বামীর যা আয়, তাতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য তাদের নেই। ২০১০-এ প্রথম গর্ভবতী হওয়ার পর রেজওয়ানা খোঁজ পান মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের। এ কার্যক্রম থেকে নিয়মিত চেকআপ, প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার ও ওষুধ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেয়া হয় তাকে। সুস্থ সন্তান জন্ম দেন তিনি। এরপর ২০১৩, ২০১৫ ও ২০২১ সালেও মাতৃমঙ্গলের সেবা পেয়ে তিনি সুস্থ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।

চার সন্তানসহ রেজওয়ানা

ইমাম গাজ্জালি (র) হাফেজিয়া মাদ্রাসা

৭ বছরের মো. লোকমান (উপরের ছবিতে)। রাবার বাগানের দিনমজুর বাবা কাজ পেলে আহার জুটত নতুবা উপোস করতে হতো। লোকমানের মতো আরো ছেলেশিশুরা মাদ্রাসায় কোরআন হিফয করছে। এদের খাবার, পোশাক ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে আপনার দানে।

মুহাদ্দিসা আসমা (রা) হাফেজিয়া মাদ্রাসার ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। একসাথে শতাধিক মেয়েশিশু কোরআন হিফয করতে পারবে এখানে।

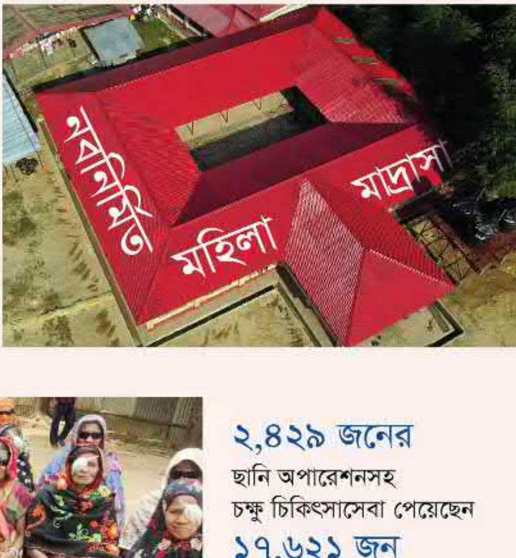

বান্দরবানের রাজবিলায় চক্ষুসেবা নিতে আসা প্রবীণদের একাংশ

২,৪২৯ জনের

ছানি অপারেশনসহ চক্ষু চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন

১৭,৬২১ জন

৬,২৩,৬৭৩ জন

দরিদ্র রোগী চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন

ছেলেশিশুদের পাশাপাশি চার শতাধিক মেয়েশিশু রয়েছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে। যত্ন ও মমতা দিয়ে ওদের গড়ে তোলা হচ্ছে প্রযুক্তিদক্ষ, নৈতিক ও মানবিক মানুষ হিসেবে। আপনার আন্তরিক সহযোগিতা ওদের এগিয়ে দেবে আলোকিত মানুষ হওয়ার পথে।

আপনার দানের অর্থে বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে

আড়াই সহস্রাধিক সুবিধাবঞ্চিত ও এতিম শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে।

এদের **২১৫ জন** উচ্চশিক্ষার জন্যে ভর্তি হয়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও বুয়েটে।

কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের দান, শ্রম ও সহযোগিতায় পরিচালিত হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের সকল কার্যক্রম। শিক্ষা, ক্রীড়া ও মেধাভিত্তিক কার্যক্রমে ধারাবাহিকভাবে ভালো করছে ওরা।

এ-ছাড়াও সারাদেশে **২,৪১৬ জন** মেধাবী অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হয়েছে

২০১৫ সাল থেকে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সন্তানদের স্কুল আদর্শ বিদ্যাপীঠ-এর ব্যয়ভার বহন করছে কোয়ান্টাম। এ পর্যন্ত স্কুলের **১,৭৯৫ জন** শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার খরচ দেয়া হয়েছে।

গাইবান্ধার খৈ মালা (৯৫)। রেললাইনের বস্তির জীর্ণ টিনের ঘরটি তার একমাত্র আশ্রয়। স্বামী মৃত। ছেলে তার খোঁজ রাখে না। শ্রমিক মেয়ের সাহায্যে কোনোমতে বেঁচে আছেন। ২০২৩-এর তীব্র শীতে কম্বল পৌঁছে দিয়ে তার শীত নিবারণে সাহায্য করেছে কোয়ান্টাম।

১,৬৭,৯১২টি
শীতবস্ত্র ও অন্যান্য বস্ত্র
বিতরণ করা হয়েছে

দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্বলহীন
৩,১৫৯টি পরিবারকে
বাড়ি তৈরি করে দেয়া হয়েছে

অসচ্ছল থ্যালাসেমিয়া রোগীদের ২০২৩ সালে
বিনামূল্যে ২,৯৭৮ ব্যাগ
স্বল্পমূল্যে ১০,৬১৫ ব্যাগ
রক্ত সরবরাহ করা হয়েছে

খুলনার আব্দুর রহমান শিকদার (৫৩)। হুইল চেয়ার ছাড়া চলাচল করতে পারেন না। তাকে একটি দোকান করে দেয়া হয়েছে। এখন তিনি স্বাবলম্বী।

বগুড়ার ঝরনা খাতুন (২৯)। স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানদের নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়েন। তাকে ছাগল কিনে দেয়া হয়। ছাগল লালন-পালন করে তিনি সচ্ছল জীবনযাপন করছেন।

৬১৫ জনকে
সেলাই প্রশিক্ষণ

৫০৬ জনকে
সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে

বগুড়ার শেরপুরের হামিদা বেগম (২৭)। বিদেশে যাওয়ার আশায় প্রতারক চক্রের ফাঁদে পড়ে ভিটেমাটি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে পড়ে তার পুরো পরিবার। ২০২২ সালে তাকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দেয়া হয়। নিজের উপার্জনে এখন সংসার চালাচ্ছেন হামিদা।

মো. ইমদাদুল মোল্লা (৪০)। ভাড়ায় ভ্যান চালাতেন। চার জনের পরিবার চালাতে হিমশিম খেতে হতো। ২০২৩-এ তাকে ইঞ্জিন চালিত একটি ভ্যান কিনে দেয়া হয়। এখন ভালো রোজগার হয়। পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো আছেন।

সুনামগঞ্জের সুরেফুল নেছা (৬৫)। স্বামী ও এক ছেলে মৃত। দুই ছেলে অসুস্থ। প্যারালাইজড হয়ে দীর্ঘ ৮ বছর শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। কোয়ান্টাম থেকে ২০২২-এ তার জন্যে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়। আগের চেয়ে এখন সুস্থ আছেন তিনি।

স্বনির্ভরায়ন প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে
৩৫,০২০ জনকে
স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছে কোয়ান্টাম

গাইবান্ধার জাহাঙ্গীর আলম (৪২)। দুই বছর বয়সে পোলিও জ্বরে দুই পা বেঁকে যায়, হয়ে পড়েন শারীরিক প্রতিবন্ধী। নিজের চেষ্টায় পড়েছেন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত। এরপর স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টায় বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত হন। কিন্তু অভাব-অনটন থেকে বের হতে পারছিলেন না। কোয়ান্টামের দেয়া আর্থিক সহায়তা কাজে লাগিয়ে মুদি দোকানের ব্যবসা করে তিনি এখন স্বাবলম্বী।

সিলেটের ফাতেমা বেগম (১৮)। বাবা ও ভাই দিনমজুর, মা চা-বাগান কর্মী। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিল তার পড়ালেখা করার স্বপ্ন। তাকে সেলাই মেশিন কিনে দেয়া হয়। সেলাইয়ের কাজ করে নিজের পড়ালেখার খরচ নিজে চালাচ্ছেন তিনি। পরিবারেও সাহায্য করতে পারছেন।

বগুড়ার মো. মগলু প্রাং (৪৫)। অসুস্থতার কারণে ভারী কাজ করতে পারেন না। অর্থাভাবে পরিবারসহ নিদারুণ কষ্টে ছিলেন। তাকে একটি ইঞ্জিন চালিত ভ্যান কিনে দেওয়া হয়। বর্তমানে ভ্যান চালিয়ে ভালো উপার্জন করছেন। পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো আছেন।

যাকাত হিসাব

আপনার যাকাত হিসাব করতে স্ক্যান করুন

Zakat Calculator

কুমিল্লার রাশেদা আক্তার (৩০)। স্বামীর আয়ে সংসার চলত না। বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদানের পর তাকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দেয়া হয়। সেলাইয়ের কাজ করে এখন তিনি স্বাবলম্বী। সংসারও ভালো চলছে।

খুলনার মো. আরিফুল ইসলাম নয়ন (১৮)। বাবা-মা, দুই বোনসহ পাঁচ জনের পরিবার। পারিবারিক ব্যয় সামলাতে পড়ালেখা ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে নামতে হয়। ২০২৩ সালে তাকে একটি ইঞ্জিন চালিত ভ্যান কিনে দেয়া হয়। এখন ভ্যান চালিয়ে পরিবারের ব্যয় বহন করছেন তিনি।

বান্দরবানের রাজবিলা এবং লামায় পরিচালিত হচ্ছে প্রবীণসেবা কার্যক্রম।

আপনার যাকাতের অর্থ পাঠাতে

A/C # 3556-102-000044,
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, পূবালী ব্যাংক লি., ইসলামিক উইন্ডো, প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ
প্রবাসীদের জন্যে— SWIFT : PUBABDDH201
ROUTING NUMBER : 175275357

যাকাতের অর্থ সারাদেশে কোয়ান্টাম অফিসে সরাসরি দানের পাশাপাশি আপনি অনলাইনেও পাঠাতে পারেন

donate.qm.org.bd

01315-393646
বিকাশ ও নগদ
Payment/
Merchant payment
Counter No-1

**সেবাকাজের সকল তথ্য ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত*

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

কেন্দ্রীয় দফতর : ৩১/ ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ২২২২২১৪৪১ , ৪৮৩১৩৯৭৭, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৩২৯-৭৪৬৬০৫
E-mail : info@quantummethod.org.bd
কাকরাইল : ২২২২২৫৭৫৬, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮, ০১৩২৯-৭৪৬৬১০

বনশ্রী	: ০১৩২৯-৭৪৬৬২০	চট্টগ্রাম	: ০১৩২৯-৭৪৬৭০০	রাজশাহী	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৬০
শাহবাগ	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৪৬	সিলেট	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৮১	মিরপুর	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৪০
মতিঝিল	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৩০	কুমিল্লা	: ০১৩২৯-৭৪৬৭২০	যাত্রাবাড়ী	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৪৫
ধানমণ্ডি	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৩৪	খুলনা	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৭৪	মোহাম্মদপুর	: ০১৩২৯-৭৪৬৬২২
উত্তরা	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৪৮	যশোর	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৫৬	বগুড়া	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৬৪
বনানী	: ০১৩২৯-৭৪৬৬২৬	বরিশাল	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৭৯	রংপুর	: ০১৩২৯-৭৪৬৬৬৭

কোয়ান্টামম ॥ কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ
বোধিছড়া, কেয়াজুপাড়া, সরই, লামা, বান্দরবান। **ফোন :** ০১৩১৩-৪৮৬৫২০

☐ March 2024